গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd

পরিপত্র

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৮.০৩২.০৭.২০১৯/ ১৯৯৩/ বিশেষ

তারিখ: ০৩ শ্রাবণ ১৪২৬ / ১৮ জুলাই ২০১৯

বিষয়: **'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি'**।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে দেশের সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় শিক্ষাক্রমের আলোকে ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক শিখনফল অর্জন 'ধারাবাহিক মূল্যায়ন' এর মাধ্যমে নিরূপণ করা প্রয়োজন।

নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় উল্লিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন হবে :

১. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করা হবে। একটি দলে সম্ভাব্য ৮ থেকে ১০ জন শিক্ষার্থী থাকবে। শিক্ষার্থীরা একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ অথবা প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার নিকটজন এবং মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনকারী ব্যক্তির কাছে যাবে। তারা 'সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্ন' (যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অচিরেই সরবরাহ করা হবে) এর আলোকে তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার সময় কয়েকজন শিক্ষার্থী লিখবে এবং অন্য শিক্ষার্থীরা সাক্ষাৎকারের ভিডিওচিত্র (অনূর্ধ্ব ২০ মিনিট) ধারণ করবে। এছাড়াও ভিডিওচিত্রে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি ও অবদান, রণাঙ্গন, বধ্যভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বহনকারী যে কোনো বিষয় স্থান পেতে পারে।

২. শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে গৃহীত এই সাক্ষাৎকারের উপর তৈরিকৃত 'লিখিত প্রতিবেদন' ও 'ভিডিওচিত্র' বাংলা বিষয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দেবে – যা শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ বলে বিবেচিত হবে।

৩. শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত লিখিত প্রতিবেদন ও ভিডিও চিত্রের কৃতিত্বের উপর বাংলা বিষয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক প্রতিটি দলকে নম্বর প্রদান করবেন। দলের সকল সদস্যের জন্য এই নম্বর সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এ কার্যক্রমে মোট ১০ নম্বর (প্রতিবেদনের জন্য ৫ নম্বর এবং ভিডিওচিত্রের জন্য ৫ নম্বর) নির্ধারিত থাকবে। পরবর্তীতে এই কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত নম্বর বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে যোগ হবে। ২০১৯ সালে ৭ম শ্রেণির বাংলা ১ম পত্র বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর বিভাজন হবে – শ্রেণির কাজ (বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিবেদন) =৫, অনুসন্ধান (বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ভিডিওচিত্র) =৫, শ্রেণি অভীক্ষা =১০; মোট ২০ নম্বর।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সকল প্রতিবেদন ও ভিডিওচিত্রের মূল কপি নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করবে। পরবর্তীতে সেগুলো বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রর্দশন করবে এবং ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী দলকে পুরস্কার প্রদান করবে।

৫. প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ শিক্ষকদের সহায়তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন ও ভিডিওচিত্রসমূহের সেরা অংশগুলোকে সমন্বয় ও সম্পাদনা করে একটি ডকুমেন্টারি (অর্নূধ্ব ২০ মিনিট) তৈরি করবেন এবং তা উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।

৬. উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত সেরা ১টি ডকুমেন্টারি জেলায় এবং জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত সেরা ১টি ডকুমেন্টারি অঞ্চলে প্রেরণ করা হবে। অঞ্চল পর্যায়ে প্রাপ্ত ডকুমেন্টারিসমূহের মধ্য থেকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারণ করে সেরা ৩টি ডকুমেন্টারি জাতীয় পর্যায়ে প্রেরণ করা হবে। জাতীয় পর্যায়ের কমিটি প্রাপ্ত ডকুমেন্টারি থেকে সেরা ১০টিকে বিজয়ী ঘোষণা করবেন।

৭ জাতীয় পর্যায়ের বিজয়ী হওয়া সেরা ১০টি ডকুমেন্টারি অবলম্বন করে নতন দুইটি ডকুমেন্টারি নির্মাণ করা হবে।

৮ ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই ডকুমেন্টারিগুলো প্রর্দশিত হবে।

১৮/৭/১৯

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
ফোন:৯৫৫৩৫৪২।

অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক
.....সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৮.০৩২.০৭.২০১৯/ ১৯৯৩/ বিশেষ(১৯)

তারিখ: ০৩ শ্রাবণ ১৪২৬ / ১৮ জুলাই ২০১৯

অনুলিপি:সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

০১. সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩. চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
০৪. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড (সকল)।
০৫. পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন/মাধ্যমিক/প্রশিক্ষণ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ/ফাইন্যান্স এন্ড প্রকিউরমেন্ট), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
০৬. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, (সকল অঞ্চল)।
০৭. জেলা প্রশাসক (সকল জেলা)
০৮. উপপরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
০৯. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, (সকল অঞ্চল)।
১০. সিস্টেম এনালিস্ট, ইএমআইএস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১১. জেলা শিক্ষা অফিসার, (সকল), সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।
১২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল উপজেলা)
১৩. থানা/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, (সকল), সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।
১৪. সভাপতি, সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
১৫. পিএটু মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. পিএটু মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. পিএটু সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. পিএটু মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
১৯ সংরক্ষণ নথি।

‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি’

সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা

	সময়কাল	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের কার্যক্রম	উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম।
১	২২ - ২৫শে জুলাই ২০১৯	(ক) প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক সকল শিক্ষকের সাথে আলোচনাক্রমে পরিকল্পনা গ্রহণ। (খ) বাংলা বিষয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কর্তৃক ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে এই কার্যক্রম সম্বন্ধে অবহিতকরণ ও দল গঠন।	
২	২৭শে জুলাই - ৭ই আগস্ট ২০১৯	প্রাথমিক অনুশীলন (শিক্ষার্থীরা এই সময়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ভিডিওচিত্র ধারণ ও প্রতিবেদন লেখার ব্যাপারে ধারণা লাভ করবে)।	
৩	২০শে আগস্ট - ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৯	প্রতিষ্ঠান প্রধানের মনোনীত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক দলগতভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ অথবা প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার নিকটজন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনকারী ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ভিডিওচিত্র ধারণ; রণাঙ্গন, বধ্যভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত স্থান পরিদর্শন ও ভিডিওচিত্র ধারণ; লিখিত প্রতিবেদন তৈরি ও শিক্ষকের নিকট জমা দান।	
৪	১ - ৩১শে অক্টোবর ২০১৯	(ক) বাংলা বিষয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত প্রতিবেদন ও ভিডিওচিত্র মূল্যায়ন ও নম্বর প্রদান এবং ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারণ। (খ) প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রতিবেদন ও ভিডিওচিত্রের মূল কপি সংরক্ষণ এবং শিক্ষকদের সহায়তা নিয়ে প্রাপ্ত প্রতিবেদন ও ভিডিওচিত্রসমূহের সেরা অংশ সমন্বয় ও সম্পাদনা করে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি এবং তা উপজেলা পর্যায়ের কমিটির নিকট প্রেরণ।	
৫	১ - ১৫ই নভেম্বর ২০১৯		**উপজেলা পর্যায়ের কমিটি:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রাপ্ত ডকুমেন্টারিসমূহের মধ্য থেকে সেরা ১টি জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ।
৬	১৬ - ৩০শে নভেম্বর ২০১৯		**জেলা পর্যায়ের কমিটি :** উপজেলা থেকে প্রাপ্ত ডকুমেন্টারিসমূহের মধ্য থেকে সেরা ১টি অঞ্চল পর্যায়ের কমিটির নিকট প্রেরণ।
৭	১ - ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯	(ক) দলগতভাবে প্রাপ্ত নম্বর বার্ষিক পরীক্ষার মূল নম্বরের সাথে যোগ করে চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি। (খ) ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে সেরা ৩টি প্রতিবেদন এবং ভিডিওচিত্র প্রর্দশন ও পুরস্কার প্রদান।	**অঞ্চল পর্যায়ের কমিটি:** জেলা থেকে প্রাপ্ত ডকুমেন্টারিসমুহের মধ্য থেকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারণ করে সেরা ৩টি জাতীয় পর্যায়ের কমিটির নিকট প্রেরণ।
৮	১ - ৩১ শে জানুয়ারি ২০২০		**জাতীয় পর্যায়ের কমিটি:** অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত ডকুমেন্টারিসমূহ যাচাই করে সেরা ১০টিকে বিজয়ী ঘোষণা।
৯	১ - ২৯শে ফেব্রুয়ারি ২০২০		কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ী হওয়া সেরা ১০টি ডকুমেন্টারি অবলম্বন করে নতুন ২টি ডকুমেন্টারি তৈরি।
১০	১৭ই মার্চ ২০২০		বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে ডকুমেন্টারি প্রদর্শন।
১১	২৬শে মার্চ ২০২০		স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে ডকুমেন্টারি প্রদর্শন।